The Daily Star
29 July 2012
P 7

AIDS CURE

Small breakthroughs offer big hope

AFP, *Washington*

Small but significant breakthrough studies on people who have been able to overcome or control HIV were presented Thursday at a major world conference on ways to stem the three-decade-old disease.

One study focused on a group of 12 patients in France who began treatment on antiretroviral drugs within 10 weeks of becoming infected with human immunodeficiency virus, but then stopped the therapy after nearly three years.

The virus has stayed away for a median of six years in the group, known as the Visconti Cohort, which stands for "Virological and Immunological Studies in CONtrollers after Treatment Interruption."

This unique group of people did not completely eliminate HIV, but continued to possess it at an extremely low level in their cells and did not become sick.

"These results suggest that the antiretroviral treatment should be started very early after infection," said Charline Bacchus, lead researcher of the study at France's national AIDS research agency ANRS.

Scientists are continuing to study the immune characteristics of this group for clues as to why they do not need prolonged medication. For most HIV patients, antiretroviral drugs must be taken for life.

There are currently 34 million people living with HIV worldwide. In low- and middle-income nations, which are the most affected by the pandemic, about eight million people are now taking antiretrovirals for treatment, about half those in need.

A study involved two HIV-positive men whose DNA showed no trace of the virus eight and 17 months respectively after receiving stem cell transplants from an outside donor as treatment for blood cancer.

Their cases are different from the well-known "Berlin patient," American Timothy Brown, who is considered cured of HIV and leukemia five years after receiving similar bone marrow transplants from a rare donor naturally resistant to HIV, or lacking a CCR5 receptor.

The men have been followed for two and three and a half years respectively, with no sign of the virus's return.

Researchers believe that by continuing to treat the men with antiretroviral drugs during the process, the medicine prevented the donor cells from becoming infected until they were able to provide the men with new immune defenses.

The study was presented at the 19th International AIDS Conference.

Reacting to the news, Brown expressed "joy" at the potential for two more men to be free of HIV.

"As I have said many times before, I want everyone to be cured of this disease. We can only hope that this case and today's development represents the beginning of the end of this plague," he said in a statement.

theindependent
29 July 2012
P 20

Hepatitis-B kills 4.18 pc people in villages

STAFF REPORTER

DHAKA, JULY 28: A recent survey, conducted in the country's rural areas, shows that about 4.18 per cent people in the remote villages are infected with Hepatitis B Virus (HBV) and about 0.5 per cent others are suffering from Hepatitis C virus (HCV).

The study was released on the occasion of the "World Hepatitis Day," organised by Bangladesh Hepatology Society at a discussion at the Jatiyo Press Club on Saturday.

Discussing on the findings, the speakers emphasised that, Hepatitis has become a silent killer as a major cause of liver disease in Bangladesh.

They cited, those patients admitted in hospitals with acute Hepatitis and Jaundice, 43 per cent of them are caused by Hepatitis E virus, 22 per cent by B virus, eight per cent by A virus and three percent by C virus.

A RECENT SURVEY SHOWS

National professor and Vice Chancellor, USTC, Chittagong, professor Nurul Islam, who was the chief guest at the function, noted that Hepatitis B and C viruses are transmitted through use of unscreened blood, non sterilised syringes, shared needles used by drug addicts and unsafe sex practices.

He also urged the media personnel to play a vital role in creating mass awareness on the dangers posed by Hepatitis by preaching about safe ways of living through being hygiene conscious.

Md Nazrul Islam, Chairman, department of Hematology said, people can be saved by vaccination against Hepatitis B, but the vaccine against Hepatitis C is yet to be available.

দৈনিক ইত্তেফাক
29 July 2012
P 3

হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস দ্রুত ছড়াচ্ছে

সচেতনতার বিকল্প নেই

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশে হেপাটাইটিস 'সি' বিস্তার দ্রুত বাড়ছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় দেশের ১ শতাংশ মানুষের দেহে হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাসের জীবাণু রয়েছে। গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবে হেপাটাইটিস দিবস উপলক্ষে হেপাটোলজি সোসাইটি আয়োজিত আলোচনা সভায় এই তথ্য প্রকাশ করা হয়।

আলোচনায় বক্তারা আরো বলেন, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক গবেষণায় ভাইরাস আক্রান্তের সামগ্রিক তথ্যে দেখা যায়, দূষিত রক্ত গ্রহণ, মা থেকে সন্তানের মধ্যে অনৈতিক মেলামেশার মাধ্যমে 'বি' ও 'সি' ভাইরাস ছড়ায়। 'বি' ভাইরাসের টিকা পাওয়া গেলেও তা ব্যবহারে রয়েছে নানা ধরনের ত্রুটি। উল্লেখ্য, সচেতনতা সৃষ্টি ছাড়া এ ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

বর্তমানে বাংলাদেশে লিভার ক্যান্সারের জন্য হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ দায়ী। গর্ভবতী মায়েদেরও একটা বড়ো অংশ এই রোগে আক্রান্ত। এই কারণে নবজাতকের দেহেও ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লিভার বিশেষজ্ঞ জাতীয় অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। এছাড়া অধ্যাপক ড. মবিন খান, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক এ কে এম খোরশেদ আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কালের কণ্ঠ
29 July 2012
P 24

এইচআইভিমুক্ত হলো দুই ব্যক্তি

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▶

বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো সংবাদ বটে। দীর্ঘদিন ধরে এইচআইভি ভাইরাসের সংক্রমণে ভুগে যেখানে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যাওয়ার কথা, সেখানে কিনা দুই ব্যক্তি অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে এইচআইভিমুক্ত হয়েছেন! তাও আবার প্রায় পৃথক দুই হাসপাতালে সফল অপারেশনের মাধ্যমে! চিকিৎসাসংক্রান্ত অসাধারণ এই খবর বেশ হৈচৈ ফেলে দিয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকায়। এইচআইভি-এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিরা এখন আরেকটু বেশি বাঁচার ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠছেন। অপারেশনের টেবিলে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হচ্ছেন অনেকে। এ বিষয়ে কোনো ▶▶ পৃষ্ঠা ১০ ক. ৪

এইচআইভিমুক্ত হলো দুই ব্যক্তি

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রতিক্রিয়া এখনো জানা যায়নি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে। তবে এ সাফল্যের বিষয়টি খুব শিগগির যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে শুরু হতে যাওয়া আন্তর্জাতিক এইডস সম্মেলনে তুলে ধরা হবে। হয়তো সেখানেই স্বীকৃতি পেয়ে যাবে এইচআইভি-এইডস থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার এই পদ্ধতি। জানা গেছে, হাসপাতালে ভর্তির আগে দীর্ঘদিন ধরেই ওই দুই ব্যক্তি এইচআইভি জীবাণুর সংক্রমণে ভুগছিলেন। এইচআইভি পজেটিভ হিসেবে শেষ রক্ষার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হন তাঁরা। তাঁদের একজন হচ্ছেন টিমোথি ব্রাউন। জার্মানির বার্লিনে একটি হাসপাতালে চার বছর আগে ভর্তি হওয়ার পর অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে তাঁর শরীরে আর এইচআইভি জীবাণু খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁকে এইচআইভি মুক্ত প্রথম মানব বলা হচ্ছে। এ ছাড়া চিকিৎসকরা তাঁদের সাফল্য বোঝানোর জন্য তাঁকে বার্লিনের রোগী হিসেবেও সম্বোধন করে যাচ্ছেন। অন্য ব্যক্তিটি আমেরিকার। দুই বছর আগে অপারেশনের মাধ্যমে তাঁর অস্থিমজ্জা বদল করা হলেও এখনো নাম প্রকাশ করা হয়নি। বোস্টনের ব্রিগহ্যাম অ্যান্ড উইমেন্স হাসপাতালে চিকিৎসা নেন তিনি।

চিকিৎসকরা উভয়ের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে বলেন, চিকিৎসার আগে উভয়ের লিম্ফোসাইটসে এইচআইভি ভাইরাস সহজে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল—এই ভাইরাসগুলো শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে নষ্ট করে দেয়। অপারেশনের আগের এই অবস্থা পাল্টে গেছে পরবর্তী আট মাসে। নিকটজনদের কাছ থেকে পাওয়া অস্থিমজ্জা এই রোগীদের শরীরে প্রতিস্থাপনের পর তাঁদের শরীরে এইচআইভি সংক্রমণের লক্ষণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং আট সপ্তাহ পর তাঁদের দেহে এই ভাইরাসগুলোকে আর শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ তাঁরা এইচআইভি থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

দুই রোগীর চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে তফাতও আছে। বার্লিনের রোগীর ক্ষেত্রে অপারেশনের আগে অ্যান্টি-রিট্রোভাইরাল থেরাপির ব্যবহারই হয়নি। কিন্তু ব্রিগহ্যামের রোগীর ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতার জন্য এই থেরাপিটির প্রয়োগ অপারেশনকালে হয়েছিল। এই থেরাপিটি এ ধরনের ভাইরাস দমনে সাহায্য করে। এটি ব্যবহারে চিকিৎসকরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন বলেও জানান ব্রিগহ্যাম অ্যান্ড উইমেন্স হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. ড্যানিয়েল কুরিতকেজ। তিনি উভয় অপারেশনের তুলনা করে অস্থিমজ্জা পরিবর্তনের সময় অ্যান্টি-রিট্রোভাইরাল থেরাপি ব্যবহারের পরামর্শ দেন তিনি। কারণ এই থেরাপি রক্তকোষে এইচআইভির জীবাণুর পুনরুৎপাদনে বাধা দেয়। এর ফলে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন হলে দাতার শরীরে যদি এইচআইভি কিংবা অন্য কোনো মারাত্মক রোগের লক্ষণ না থাকে, তাহলে প্রতিস্থাপন দ্রুত কাজে দেয় এবং রোগীর শরীরে এইচআইভি জীবাণুর বিস্তার রোধ করে দেয়।

ওই হাসপাতালের আরেক চিকিৎসক ড. টিমোথি হেনরিখ দ্বিতীয় রোগী সম্পর্কে বলেন, 'আমরা আশা করেছিলাম, এইচআইভিকে রোগীর রক্তরস থেকে দূর করতে পারব। কিন্তু এই চিকিৎসায় আমাদের অবাক করে দিয়ে এইচআইভি যে রোগীর শরীরের প্রতিটি কোষ থেকে নির্মূল হয়ে যাবে, এটা ছিল আমাদের ধারণার বাইরে।' এ বিষয়ে অধীত জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ অনুসরণ করে তৃতীয় আরেক ব্যক্তির অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চিকিৎসকরা। সূত্র : মেইল অনলাইন।

সমকাল
28 July 2012
P 9

শ্রীপুরে আর্সেনিক আতঙ্ক, গ্রাম ছেড়েছে পাঁচ পরিবার

■ মাগুরা প্রতিনিধি/শ্রীপুর সংবাদদাতা

আর্সেনিকে আক্রান্ত স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান মুন্সি গোলাম ছরোয়ার। কেবলই নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। কয়েকবার জিজ্ঞাসার পরে হয়তো উত্তর মেলে কোনো প্রশ্নের।

সর্বনাশা আর্সেনিক তার তিন আপনজনকে কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; এখন তাকেও কুরে কুরে খাচ্ছে। তাই তো মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকা গোলাম ছরোয়ার বেদনা ভরা মুখে বলেন, 'কেউ আমাদের খবর নেয় না। হাসপাতালে গেলেও ডাক্তাররা ঠিকমতো দেখে না।'

আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়ে একের পর এক মৃত্যুতে মাগুরা শ্রীপুর উপজেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের মধ্যপাড়া এখন যেন মৃত্যুপুরী। এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৮ জন। চরম আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এখানকার লোকজন। সুযোগ ও সাধ্য থাকা মানুষ চেষ্টা করছে এখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার। ইতিমধ্যে গ্রাম থেকে পাঁচটি পরিবার পাশের কাজলি গ্রামে গিয়ে বসবাস করছে। অথচ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

গত বুধবার সরেজমিনে জানা যায়, শ্রীপুর উপজেলার ৭নং সন্দালপুর ইউনিয়নের হোগলডাঙ্গা গ্রামে সর্বপ্রথম আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় ১৯৯৩ সালে। কিছুদিন চিকিৎসা শেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ওই গ্রামের মুন্সি গোলাম ছরোয়ারের স্ত্রী দাইলি খাতুন। এরপর ছরোয়ারের ছেলে বিল্লাল হোসেন ও মাত্র ১৩ বছর বয়সী মেয়ে জলি খাতুনও এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তারপর একে একে ওই গ্রামের আবদুল গণির ছেলে বাহারুল ইসলাম, আবু কালাম ও আবু সালাম, এবং ইয়াকুব আলীর মেয়ে রিজিয়া খাতুন ও সর্বশেষ গত ১১ জুলাই গোলাম তহরসহ ৮ জন আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। আর এখন মৃত্যুর প্রহর গুনছে একই রোগে আক্রান্ত আরও ১৫ নারী-পুরুষ। সব মিলিয়ে এলাকায় এখন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

আক্রান্তদের দুর্বিষহ জীবনযাপন

মাগুরা : আর্সেনিকের ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছেন শ্রীপুরের হোগলডাঙ্গা গ্রামের মানুষ ■ সমকাল

এলাকাবাসী জানায়, বেশ কিছুদিন আগে পরীক্ষা করে কয়েকটি টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেলে তা সিল করে দেওয়া হয়। পঞ্চাশ বছর বয়সী মুন্সি গোলাম ছরোয়ার ও তার মেয়ে আসমা খাতুন, বাহারুল মুন্সির স্ত্রী আছিয়া বেগম, জাফর আলী, সাইদুর রহমানের ছেলে শরাফত, মৃত আবু কালামের স্ত্রী রাবেয়া বেগম ও ছেলে ফিরোজ, মৃত বাহারুল মুন্সির ছেলে হিটু মুন্সি, মৃত আবু সালামের স্ত্রী সামছুন্নাহার ও ছেলে নবাব এবং মেয়ে সালমা, ইয়াকুব মুন্সির ছেলে শহিদ, মজিদ মোল্যার ছেলে নাজমুল, মৃত গোলাম তহুরের ছেলে সোহেল এবং মেয়ে তাজুসহ ১৫ জন আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়ে এখন ধুকছে।

আক্রান্তদের মধ্যে আছিয়া বেগম এখন মৃত্যু শয্যায়। বিছানায় শুয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে তিনি বলেন, সবই তো শেষ বাবা। এখন আর এসব দিখে কী হবে? গুরুতর অসুস্থ শহীদ মুন্সি বলেন, 'হাসপাতাল থেকে যে ওষুধ দিচ্ছে (দিয়েছে) তাতে কোনো কামই হচ্ছে না। মনে হচ্ছে টান দিয়ে সব ফেলায়ে দিই।'

মাত্র ১৮ বছর বয়সী নবাব মুন্সি প্রচণ্ড কষ্ট ও আবেগ ভরা কণ্ঠে বলেন, পৃথিবীর আলো বাতাস ভালো করে দেখতে না দেখতেই হয়তো বিদায় নিতে হবে।

সাংবাদিক পরিচয় জেনে কাতর কণ্ঠে একুশ বছর বয়সী সালমা খাতুন বলেন, দেখেন একটু লেখালেখি করে আমাদের জন্য ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় কি-না।'

আপন তিন জনকে হারানো মুন্সি গোলাম ছরোয়ার বলেন, চিকিৎসা নিতে গেলে দারিয়াপুর হাসপাতালের ডাক্তাররা কোনো গরজই দেয় না। ভালো চিকিৎসা পেলে এখনও কয়েকজন বেঁচে থাকতে পারবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মাগুরা গণস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের সহকারী প্রকৌশলী জিনারুল ইসলাম জানান, সর্বশেষ ২০০৩ সালে মাগুরা জেলার ৬৭ হাজার টিউবওয়েলের আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে ৮ হাজার টিউবওয়েলে আর্সেনিক ধরা পড়ে। আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকাগুলোতে তাদের দফতরের পক্ষ থেকে গভীর নলকূপ স্থাপন করার কাজ চলছে। এ ছাড়া পাইপলাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিভাগ আর্সেনিক আক্রান্তদের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছে। দারিয়াপুর স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. শ্যামল কুমার দাস হোগলডাঙ্গা গ্রামে আর্সেনিকের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমরা অবগত। প্রকৃত অর্থে আর্সেনিকের কোনো চিকিৎসা নেই। এরপরও এন্টিঅক্সিডেন্ট ও আয়রন জাতীয় ট্যাবলেট রোগীদের সরবরাহ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ইউপি স্বাস্থ্য কর্মীরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদারক করছে।